দৈনিক
ইনকিলাব

পৃষ্ঠা ... 24 APR 2013

মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় ১২ বিজয়ীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ

মেধার বিকাশ ও চর্চায় যা কিছু প্রয়োজন সরকার তা করবে: প্রধানমন্ত্রী

❑ বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল দেশের সেরা মেধাবী ১২ শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বলেছেন, তার সরকার মেধার বিকাশ ও চর্চায় সুযোগ সৃষ্টি করতে যা কিছু প্রয়োজন তা করবে। নিজেদেরকে আগামী দিনের নেতা হিসাবে গড়ে তুলতে আরো মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা হচ্ছে এমন এক সম্পদ যা কেউ হাইজ্যাক বা অপহরণ করতে পারে না। তার সরকার দেশকে অশিক্ষা ও ক্ষুধার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বিশ্বসভায় সোনার বাংলা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে পৃঃ ১৫ কঃ ৭

মেধার বিকাশ ও চর্চায় যা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

বছরের সেরা ১২ মেধাবীকে পুরস্কার প্রদানের এই অনুষ্ঠানে আরো বলেন, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। পেছনে থাকতে চাই না। আমরা দেশকে অশিক্ষা ও ক্ষুধার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে বিশ্বসভায় মর্যাদাশীল দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। শেখ হাসিনা মেধার বিকাশে অধিকতর উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা এদেশের সম্পদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানি। তবু সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়তে মেধার বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন। পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে ঢাকার ওয়াই ডব্লিউ সি.এ. স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী হুমায়রা আবিদা এবং রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র তুষন যে অনুষ্ঠানে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তৃতা করেন।

দেশব্যাপী ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম, নবম থেকে দশম ও একাদশ থেকে দ্বাদশ- এই তিন ক্যাটাগরিতে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ২০১৩তে ১ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। শিক্ষামন্ত্রী ১১ মার্চ ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৯৬ শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ১৩ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় চার বিষয়ের ওপর ১২ মেধাবী চূড়ান্ত করা হয়। বিষয়গুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ স্টাডিজ, ভাষা ও সাহিত্য, দৈনন্দিন বিজ্ঞান/বিজ্ঞান ও গণিত এবং কম্পিউটার। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত বিজয়ী প্রত্যেকের হাতে ১ লাখ টাকার চেক, একটি মেডেল ও সনদপত্র তুলে দেন। এতে বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী ৮৪ শিক্ষার্থীকেও পদক ও সনদপত্র দেয়া হয়।

বিজয়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, মেধাবীরা উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রেও তাদের সাফল্যের স্বাক্ষর রাখবে এবং মেধা, দেশপ্রেম ও ত্যাগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করবে। আজকের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই আগামী দিনের রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, আইটি বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকসহ সকল মানুষ গড়ে উঠবে -এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলতেন, সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ চাই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অনুষ্ঠানে যে মেধাবী মুখগুলো দেখছি, তোমরাই সেই সোনার মানুষ এবং তোমরাই গড়বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তোমরাই এই প্রিয় মাতৃভূমিকে আরো এগিয়ে নেবে এবং বিশ্বসভায় এদেশকে অধিকতর মর্যাদার আসনে আসীন করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি সুশিক্ষিত ও মেধা সম্পন্ন জাতি গঠন করা। সে লক্ষ্য অর্জনে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। তিনি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করেন। তিনি বলেন, তার সরকার জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সেরা একটি মেধাবি প্রজন্ম গড়তে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আজকের এ সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শিক্ষা খাতের উন্নয়নে তার সরকারের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, গত চার বছরে এ খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই সময়ে যুগোপযোগী, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সর্বজন স্বীকৃত একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন কাজ চলছে। এ ছাড়া শিক্ষানীতিতে সৃজনশীল মেধা বিকাশকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বছরের প্রথম দিনে সব স্তরের শিক্ষার্থীদের নতুন রঙিন পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তি আজ এক বাস্তবতা এবং চার বছরে ৯২ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, তার সরকার সহকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদা দিয়েছে। ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার শিক্ষক কর্মচারী জাতীয়করণ করেছে। শেখ হাসিনা বলেন, এছাড়া বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতের উন্নয়নে ১৭ বছর পর পূর্ণাঙ্গরূপে সংস্কার করে নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক ই-বুক চালুর, ১ কোটি ২০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা এবং পর্যায়ক্রমে বিনা খরচে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এ সময়ে ৩১০ উপজেলার প্রতিটিতে একটি বিদ্যালয়কে মডেল স্কুল উন্নীত করা, ৩৫ মাদরাসা অনার্স কোর্স চালু, ২০ হাজার ৫শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম ও নতুন ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। আরো ৭টি প্রতিষ্ঠার কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।